ভিষক্-কাহিনী—নং ৪।

ছেলে চুরি!

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৭৭-১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান হইতে
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

(৫০০০ পাঁচ সহস্র মুদ্রিত)

কলিকাতা।
৮০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান
"বাণী যন্ত্রে"
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ পাঁড়ে দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

ভিষক-কাহিনীর নিয়মাবলী।

১। "ভিষক-কাহিনী" প্রতি পক্ষান্তে অর্থাৎ প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশিত হইবে। প্রতি-সংখ্যার মূল্য ১০ পয়সা হইতে চারি পয়সার অধিক হইবে না।

২। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া বাঁধা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বাৎসরিক ১৲ একটাকা মাত্র জমা রাখিতে হইবে।

৩। বার্ষিক মূল্য জমা দিয়া যাঁহারা গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা প্রতিমাসে দুই সংখ্যা পুস্তক একত্রে প্রতি মাসান্তে প্রাপ্ত হইবেন তা'ছাড়া ১৷৹ পাঁচ সিকা মূল্যের সুখপাঠ্য গল্প পুস্তকাবলী উপহার প্রাপ্ত হইবেন। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র দিতে হইবে না।

৪। খুচরা এক সংখ্যা যদি কেহ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহার জন্য স্বতন্ত্র ডাক মাশুল দিতে হইবে।

৫। "গোয়েন্দা কাহিনীর" বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা জমা রাখিয়া যাঁহারা উক্ত পুস্তকের বাঁধা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বার্ষিক ॥৹ আট আনা মাত্র দিলে, এই "ভিষক-কাহিনী" প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা "ভিষ-কাহিনীর" উপহার প্রাপ্ত না হইয়া কেবল "গোয়েন্দা-কাহিনীর" উপহার যাহা, তাহাই পাইবেন।

৬। টাকা কড়ি সমস্ত—"শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার —৭৭-১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান—কলিকাতা।" এই নামে ও এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। বিজ্ঞাপনের নিয়ম—প্রতিবারে প্রতিপেজ ॥৹ আট আনা এবং অৰ্দ্ধপেজ ।৹ চারি আনা। অৰ্দ্ধপেজের কম বিজ্ঞাপন হইলেও অৰ্দ্ধপেজের মূল্য লওয়া হইয়া থাকে।

৮। অন্যান্য চিঠি-পত্র সমস্তই আমার নামে আসিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার—কার্য্যাধ্যক্ষ।

৭৭-১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান—কলিকাতা।

ছেলে চুরি!

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ছেলেটির অনুসন্ধানের জন্য বিনোদ বাবু কোন চেষ্টাই করেন নাই। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম—"এসব কথা বহুদিন পূর্ব্বে আপনার গোয়েন্দাগণের নিকট বলা উচিত ছিল।"

বিনোদ বাবু খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—"তাঁহাদিগকে এ সকল গুহ্য কথা বলা যদি আপনি আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে বলিবেন। আমি পূর্ব্বে ঠিক বুঝিতে পারি নাই যে, আমার আমার ছেলে চুরি যাওয়া ঘটনার সহিত, সেই ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে। আমার বিশ্বাস ছিল, এলোকেশী এতদিনে মরিয়া গিয়াছে। হইতে পারে, আমার সকল ধারণাই ভুল। সে এখনও জীবিতা আছে, এখনও আমার উপর তাহার ক্রোধ যায় নাই, এখনও প্রতিহিংসা-তৃষা নিবারণে সে সমুদ্যতা। কিন্তু

এভাব কথনও আমাব মনে উদয় হয় নাই। ভাল সে যাহাই হউক, যথন আপনি একথা তুলিয়াছেন, তখন আমি চেষ্টার ত্রুটি কিছু করিব না। আজই আমি আমার নিয়োজিত এক গোয়েন্দাকে এ সকল কথা বলিব।

বিনোদ বাবুব বাটীতে বসিয়া উপবোক্ত কথোপকথন হইতে ছিল। আমি বুঝিলাম যে, তাঁহাব মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব অনেকটা ঘুচিয়াছে। এখন তিনি বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। পবদিন প্রাতঃকালেই তিনি আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন তাঁহাব চেহাবা দেখিযাই আমি অবাক হইলাম বলিলাম—"কি মহাশয়! সকলেই এসে হাজিব হয়েছেন যে? কোন নূতন খবব আছে নাকি? আপনার গোয়েন্দারা কি বলিলেন। আপনাব গুহ্য-কাহিনী শুনিয়া তাঁহাবা কি উত্তব দিলেন, কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ করিলেন কি? এলোকেশীর সন্ধান কবা তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন কি?"

আমার এতগুলি প্রশ্নের তিনি কোন উত্তব না দিয়া, অচঞ্চল দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া বহিলেন।

খানিকক্ষণ পবে কহিলেন—"আমি তাঁহাদিগকে কিছুই বলি নাই। এলোকেশীর কথা তাঁহাদিগকে বলা আমি আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচনা কবিলাম না।"

তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি একটু দুঃখিত হইলাম। মুখ ভাবেও সে ভাব দেখাইলাম। বুঝিলাম, তাঁহার মস্তিষ্ক আবার বিকৃত হইয়াছে। ঈষৎ বিবক্ত ভাবে বলিলাম—"আপনি কি জানেন না যে, এ কথা অপ্রকাশ রাখাতে আপনার বিশেষ

ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যদি ছেলেটিব সন্ধান করিতে চাহেন, তাহা হইলে আর এক মুহূর্ত্তও আপনাব বিলম্ব করা উচিত নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি গোয়েন্দাগণকে এ সকল কথা না বলিলে আপনার কোন কার্য্যই উদ্ধার হইবে না।"

ভ্রূ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া হতাশ ও চিন্তিত ভাবে তিনি উত্তব কবিলেন—"কিন্তু একটা কথা এই যে, আমার কি কোন কালে ছেলে হইয়াছিল।"

এই কথা বলিয়াই তিনি আমাব দিকে মুখ ফিবাইযা জানালাব কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাস্তায় যেন কি দেখিতে লাগিলেন। তাব পবেই সহসা মুখ ফিবাইয়া আমাব নিকটে আসিয়া কহিলেন—"কে জানে, ও কথা তর্ক করা বৃথা? আমি আপনাকে আমাব মনের ভাব ঠিক বুঝাইতে পাবিতেছিনা। কাল যখন আপনি আমার বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলেন, তাব পবেই খানিকক্ষণ চিন্তা করিতে না কবিতেই, আমাব স্পষ্ট ধাবণা জন্মিল যে কোন কালেই আমাব ছেলে পুলে হয় নাই। আপনি চলিযা আসিলেই, আমি আমাব নিযোজিত একজন গোয়েন্দাকে ডাকিযা আনিবাব জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু খানিকক্ষণ চিন্তাব পর, আপনি বেশ বুঝিতে পাবিলাম যে, তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান আমাব ভুল হইয়াছে। আমি আপন মনে এই ভাবিযা হাসিতে লাগিলাম যে, রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দাকে এলোকেশীব কথা বলিয়া কি হইবে? যাহা কোন কালে ছিলনা বা হয নাই রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা তাহার কি অনুসন্ধান কবিবেন? বৃথা তাঁহাকে কষ্ট দিয়াতো কোন ফল নাই।

যখন রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা আমাব বাটীতে আসিবা উপ-

স্থিতে হইলেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যে দরকারের জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। আর তাঁহাকে আমার কোন আবশ্যক নাই। অনর্থক তাঁহাকে ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, মনে কিছু না করিয়া, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তিনি বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যে মুহূর্ত্তে তিনি বিদায় হইলেন, তখনি মনে মনে আমি আমার কার্য্যের নিন্দা করিতে লাগিলাম। তখনি মনে হইল যে, রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দাকে বিদায় দিয়া আমি বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। হয়তো তাঁহাকে এলোকেশীর কথা বলিলে, তিনি আমার ছেলেটির সন্ধান করিতে পারিতেন। তিনিও চলিয়া গেলেন, আমিও সারারাত্রি ভগ্নচিত্তে নিরাশার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। সারারাত্রি নিদ্রা হইল না,—শেষ রাত্রিতে চক্ষু একটু মুদ্রিত করিয়াছি মাত্র, অমনি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিলাম। এখনও সে স্বপ্নের কথা মনে পড়িলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হইয়া উঠে। স্বপ্নে আমার স্ত্রী যেন আমায় তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি কি পাগল হইয়াছ? ছেলে ছেলে করিয়া কি উন্মাদ হইবে? তোমার আবার কোন্ কালে ছেলে হইয়াছিল, স্মরণ-শক্তি কি তোমার এক কালে লোপ পাইয়াছে! কেন বৃথা পাঁচজন লোককে কষ্ট দিবে? যাহা কোন কালে ছিলনা তাহার আবার অনুসন্ধান কি? লোকে তোমায় পাগল পাইয়া নাচাইতেছে তুমিও প্রকৃত পাগলের মত নাচিয়া বেড়াই-

তেছ। গৃহধর্ম্মে মন দাও, আবার বিবাহ কর, অচিরে পুত্র মুখ দেখিতে পাইবে।

এই বলিয়া বিনোদ বাবু নিস্তব্ধ হইলেন। আমি দেখিলাম ব্যাপার ক্রমেই এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, আর বিনোদ বাবুর উপর কোন বিষয়ে নির্ভর করা সুবিধাজনক নহে। আমি তখন বলিলাম—"আপনার মনের অবস্থা ভাল নয় দেখিতেছি. ক্রমে আরও খারাপ হইলেও হইতে পারে। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার, আমার উপরে আপনি দিতে পারেন ?

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন —' আপনি ? আপনি আমার কি উপায় করিবেন ? আপনি ডাক্তার—রোগ হইলে চিকিৎসা করিতে পারেন , গোয়েন্দাগিরিতো আপনার কাজ নয়।"

আমি। আপনার নিয়োজিত প্রধান গোয়েন্দা রাজেন্দ্র বাবু কোন ঠিকানায় থাকেন, তাহা আপনি আমায় বলিয়া দিন। আমি আপনার জন্য এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। হরিহর বাবুর মুখে আপনার ছেলে চুরী যাওয়া সম্বন্ধে সে দিন যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার মনে বড় ক্লেশ হইয়াছে। সেই দিন হইতেই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হউক, আমি আপনার ছেলেটির সন্ধান করিবই করিব।

বিনোদ। আপনি অতি সদাশয় ব্যক্তি! আপনার হৃদয়ের প্রতি স্তরে সমবেদনা বর্ত্তমান। আমার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে আপনি যে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, জগৎ শুদ্ধ লোকে আপনাকে তজ্জন্য প্রশংসা করিবে।

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—'সে কথা এখন ছাড়িয়া দিন। কে বলিতে পারে, আপনার অদৃষ্ট আকাশ সুপ্রসন্ন কি না—কে বলিতে পারে, আপনার অমূল্য রতন একমাত্র পুত্র ধন আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে কি না? এলোকেশীর চেহারা দেখিতে কিরূপ, তাহা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রূপে বর্ণন করিতে পারেন কি?

বিনোদ বাবু তখন সংক্ষেপে অথচ বেশ পরিষ্কার রূপে এলোকেশীর চেহারা বর্ণন করিলেন। তিনি যে সকল কথা বলিলেন আমি তাহা আমার নোটবুকে টুকিয়া রাখিলাম। কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বিনোদ বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন আমি রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দার সন্ধানে চলিলাম।

রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দাকে পূর্ব্বে আমি চিনিতাম না। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যে, তিনি একজন সুচতুর লোক বটে? একে একে তখন তাঁহাকে আমি বিনোদ বাবু সম্বন্ধীয় সকল কথাই বলিলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনি আমায় যে নূতন সূত্র প্রদান করিলেন, তাহাতে আমার বিশেষ উপকার দর্শিবে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। আমি যাহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, তাঁহার ধারণাও সেই রূপ দেখিয়া আনন্দিত হইবারই কথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কোন নূতন ঘটনা ঘটিল না। বিনোদ বাবু প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে দুইবেলা আমার বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা এক দিনও সুদৃঢ় দেখিলাম না। "কোন কালে তাহার পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছিল কিনা"—এই চিন্তাতেই তাঁহার মস্তিষ্ক সদা-সর্ব্বদা আলোড়িত দেখিতে পাইতাম। কখন তিনি আশান্বিত হইতে-ছেন, আবার কখনও নিরাশার সাগরে ঝাঁপ দিতেছেন, অল্প-ক্ষণের জন্যও মতিস্থির করিতে পারিতেছেন না।

আমি এদিকে রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দার সহিত প্রতিদিন সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম, কিন্তু একদিনও তাহার নিকট কোন নূতন সংবাদ পাইলাম না। শেষে, আমিও যেন হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে আমি বারাণসী ধাম হইতে একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম। তাহাতেই আমার সমস্ত আয়োজন, সকল বন্দোবস্ত, উলোট পালট হইয়া যাইবার যোগাড় হইল।

কাশী হইতে যাঁহার টেলিগ্রাম আসিয়াছিল, তিনি কলি-কাতায় একজন ধনী ব্যক্তি। তাঁহার বাটীতে আমি চিকিৎসা করিতাম। দেশ ভ্রমণোদ্দেশে তিনি কাশিতে গিয়াছিলেন; সেখানে যাইয়া সহসা পীড়িত হইয়া পড়েন। তাই এই টেলিগ্রাম—

"টেলিগ্রাম প্রাপ্তিমাত্র এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া কাশী যাত্রা করিবেন। আমি এখানে আসিয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি

—আপ্‌নি না আসিলে আমার মৃত্যু ঘটিতে পারে। টাকা কড়ির বন্দোবস্তর জন্য কোন চিন্তা করিবেন না—আপ্‌নি যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন।"

টেলিগ্রাম খানি পাইয়া আমি খানকক্ষণ চিন্তা করিলাম—তার পর কাশী যাওয়াই স্থির করিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রামের উত্তরে টেলিগ্রাফ করিলাম—"আপনি চিন্তিত হইবেন না—মেল-ট্রেনে আমি আজই কাশীযাত্রা করিব।"

টেলিগ্রাম খানি লিখিয়া টেলিগ্রাফ আপিসে পাঠাইয়া দিবার পরই রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি বলিলেন—"আমি এতদিনে একটা সামান্য সূত্র পাইয়াছি—"

ব্যগ্র ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "—কি বলুন দেখি ?"

রাজেন্দ্র। কথাটা শুনিলে আপনি আশ্চর্য্য হইবেন—কিন্তু বিনোদ বাবুর ছেলেটিকে যে কাশীতে লইয়া গিয়াছে, তাহার কতকটা প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিয়াছি।

বিস্মিত ও চমকিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি কহিলাম—"কাশীতে ? কেমন করিয়া জানিলেন ?"

রাজেন্দ্র। বিনোদ বাবু যে এলোকেশীর কথা আপনাকে বলিয়াছেন, সে এবং তাহার দাসী একদিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল। তথায় এলোকেশীর সহিত একজন খোট্টাযুবকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এলোকেশীর বিনোদ বাবুর উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাই সে আর একজনকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করে। ধনী খোট্টা-যুবকের কাছে সে এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল যে, সে একজন কুলকামিনী ;তাহার স্বামী বিশেষ কোন

কার্য্যবশতঃ মাস খানেকের জন্য বিদেশে গিয়াছেন ; স্বামিকে সে ভালবাসেনা—স্বামী তাহার চক্ষের বিষ ? স্বামির অনুপস্থিতিতে সে খোট্টা-যুবকের সহিত পলায়ন করিতে চাহে। গঙ্গার ঘাটে, একদিনের আলাপেই অবশ্য সে এ সকল কথা খোট্টা-যুবককে বলে নাই। চারি পাঁচ দিন রজনীযোগে তাহার সহিত একত্র শয়ন ও প্রেমালাপনের পর যখন এলোকেশী তাহাকে পূর্ণ রূপে হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, তখন এ সকল কথা বলিয়াছিল।

আমি। তাহা হইলে এই খোট্টা ধনী-যুবকের সঙ্গেই এলোকেশী পলায়ন করিয়াছে ?

রাজেন্দ্র। খুব সম্ভব।

আমি। কেন কিছু সন্দেহ আছে নাকি ?

রাজেন্দ্র। যতক্ষণ একজনকে পাকড়াও করিতে না পারি, ততক্ষণ কোন কথা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমি যেরূপ সূত্র পাইয়াছি, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই খোট্টা-যুবক একজন রমণীকে সঙ্গে লইয়া——তারিখে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। তাঁহাদের সহিত আর একজন স্ত্রীলোকও ছিল। সম্ভবতঃ চন্দন-নগর পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করে। সেই তারিখেই চন্দন-নগর হইতে ইহারা আবার কাশীর টিকিট কিনিয়াছিল। হাওড়ায় যখন তাহারা টিকিট কিনিয়াছিল, তখন তাহারা তিনজন ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগের সঙ্গে ছিলনা। কিন্তু চন্দন-নগরে যখন ইহারা টিকিট কিনিয়াছিল, তখন আর একটি ছেলের জন্যও তাহারা টিকিট কেনে। হরিহর বাবুর বাটী হইতে যে স্ত্রীলোকটি বিনোদ বাবুর ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছিল, আর হরিহর বাবু সেই স্ত্রীলোকের আকার প্রকার আপনার নিকট যেরূপ বর্ণনা

করিয়াছিলেন, এলোকেশীর দাসীর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে তাহা প্রায় ঠিক মিলে। এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া, আমি আজই মেল ট্রেনে কাশী যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি—আপনি কি বলেন?"

আমি। যেরূপ কথা আপনি বলিলেন, তাহাতে আমার এইরূপ মনে হয় যে, আপনি ইহার অনুসন্ধানে সফল হইবেন। আর একটা কথা শুনিলে আপনিও বোধ হয় বড় আনন্দিত হই-বেন—আমিও আজ মেল ট্রেনে কাশী যাত্রা করিব—"

রাজেন্দ্র। তবেতো ভালই হইয়াছে? আপনি কি কারণে কাশী যাইবেন?

আমি। একজন রোগী দেখিবার জন্য। এই টেলিগ্রাম খানি পাঠ করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা টেলিগ্রাম খানি পাঠ করিলে পর, আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। বিনোদ বাবুকেও আমাদের সঙ্গে কাশীতে লইয়া গেলে হয় না?"

রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা একটু চিন্তা করিলেন। তার পর বলিলেন—"মন্দ হয় না। কিন্তু একটি কথা এই যে, বিনোদ বাবুকে ছদ্মবেশে যাইতে হইবে। কেননা এলোকেশী যদি কাশীতেই থাকে, তাহা হইলে সে যাহাতে বিনোদ বাবুকে চিনিতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

কারণ, এলোকেশী যদি জানিতে পারে যে, তাহারা যে ছেলেটিকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার পিতা কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা হইলে কাশীর মত স্থানে, ছেলেটিকে লুকাইয়া ফেলাও কিছু অসম্ভব নয়। অধিক কি, বিনোদ বাবুর উপর প্রতিহিংসা-তৃষা নিবারণার্থে যদি এলোকেশী একাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে, ছেলেটির প্রাণনাশ করাও কিছু বিচিত্র নয়।”

এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি চিকিৎসায় বহির্গত হইয়া সুবিধা ক্রমে বিনোদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই সমস্ত কথা বলিলাম। তিনিও কাশীতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

আমি বলিলাম—“আপনাকে লইয়া যাওয়া আমাদিগের বিশেষ আবশ্যক ; যদি ছেলেটিকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনি ভিন্ন আর কেহ তাহাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু গোয়েন্দা রাজেন্দ্রনাথ আপনাকে যেরূপ ছদ্মবেশে সাজাইবেন, আপনাকে সেইরূপ সাজিতে হইবে। আপনি তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতে পারিবেন না। আমার বেশ আশা হইতেছে, এইবার আপনার ছেলেটির উদ্ধার হইবে। যদি আপনি এলোকেশীর কথা আমায় না বলিতেন, আর যদি সেই কথা রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দাকে শুনান না হইত, তাহা হইলে কখন আপনার ছেলের সন্ধান হইত কিনা সন্দেহ ? যাহা হউক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনি আমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইবেন। রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দাকেও আমি আমার বাড়ীতে একত্র মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। তিনি আপনার জন্য ছদ্মবেশ লইয়া আসিবেন।

আপনার চাকর লোকজন কাহাকেও আপনি আপনার কাশী যাত্রার কথা বলিবেন না—অন্য কোন স্থানের নাম করিবেন।”

বিনোদ বাবুকে এই সকল কথা বলিয়া আমি আবার চিকিৎসায় বাহির হইলাম।

উপরোক্ত বন্দোবস্ত মত আমার বাড়ীতে সন্ধ্যার পর রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা এবং বিনোদ বাবু আসিলেন। যথাসময়ে আমরা কাশী যাত্রা করিলাম।

কাশী পঁহুছিয়া একটি ছোটখাট বাটী ভাড়া লওয়া হইল। দুইজন চাকর সহজেই পাওয়া গেল। রাজেন্দ্রনাথ একজন চাকরকে লইয়া বাজারহাট করিতে গেলেন—আর একজন বাড়ী ঘর দ্বার পরিষ্কার করিতে লাগিল। একজন পাণ্ডাকে বলিয়া রাখা হইয়াছিল, সে একজন রাঁধুনি বামুনও ডাকিয়া আনিয়া দিয়া গেল। পাণ্ডাগণের উপদ্রবে আমাদের খানিকক্ষণ বিশেষ বকাবকি করিতে হইয়াছিল। তার পর যখন তাহারা বুঝিল যে, আমরা দেশ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি মাত্র—তখন তাহারা ক্ষান্ত হইয়া প্রস্থান করিল। একজন নাছোড়বান্দা-গোছের পাণ্ডা আমাদের দরজায় বসিয়া রহিল, কিছুতেই গেলনা।

আমি যাঁহার চিকিৎসার জন্য আনীত হইয়াছিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম তাঁহার বাসা অতি নিকটেই। নাছোড়-বান্দা পাণ্ডা মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া একখানি ভাল একায় চড়িয়া আমি সেই ভদ্রলোকটির বাসায় উপস্থিত হইলাম।

তাঁহার নাম মাহেন্দ্রনাথ ঘোষ; বয়ক্রম ৩২।৩৪ হইবে। দেখিতে গৌরবর্ণ, সুপুরুষ। তাঁহার পিতার কাল হওয়ার দুই বৎসর পরে, গয়ায় পিণ্ডদান মানসে তিনি কলিকাতা হইতে

বহির্গত হন। সেই সঙ্গে অন্যান্য তীর্থপর্য্যটনের কল্পনাও করিয়াছিলেন। কাশীতে উপস্থিত হইয়া তিনি অসুস্থ হন।

মহেন্দ্র বাবু আমাকেও যেমন একখানি টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজ বাটীতেও সেই রূপ আর একখানি টেলিগ্রাম পাঠান। আমি গিয়া দেখিলাম, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণও সকলে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। তাঁহারাও কলিকাতা হইতে আর একজন প্রাচীন বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী চিকিৎসককে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবুর নিজের সেরূপ ইচ্ছা ছিলনা। আমার চিকিৎসায় তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। কাজে কাজেই আমিই, তাঁহার চিকিৎসা ভার গ্রহণ করিলাম। অন্য দুইজন ডাক্তার পরামর্শ দাতা রূপে রহিলেন।

কাশীর যে চিকিৎসক মহেন্দ্র বাবুর চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহাকেও ডাকিয়া আনান হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বে কিরূপ অবস্থায় কি কি ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও আমি সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। বুঝিলাম, সে ডাক্তারটি বড় অবিবেচক চিকিৎসক—অনর্থক অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগে মহেন্দ্র বাবুর পীড়া আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, রোগীর সম্মুখে সে সকল কথা আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিলাম। বলিলাম যে—"আপনি অতিরিক্ত মাত্রায় ঔষধ দিয়াই এ ভদ্রলোকটিকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়াছেন—"

তিনি আমার কথায় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি হোমিওপ্যাথিক ডোজে ঔষধ দিতে হইবে না কি ?"

আমি দেখিলাম, ডাক্তারটির সকল গুণই আছে। একে

গণ্ড মূর্খ—কলিকাতায় হয়তো কোন ডাক্তারখানায় সামান্য কম্পাউণ্ডার ছিলেন, এখানে আসিয়া ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছেন ; তাহার উপর আত্মম্ভরিতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। এ অবস্থায়, এ হেন অবিবেচক লোকের হস্তে রোগীর রক্ষাভার থাকিলে, তাহার মৃত্যু ঘটিবার পক্ষে আর কোন সন্দেহ থাকিবেনা।

আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম—"দেখুন, ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আপনি আমার সহিত যে ভাবে কথা কহিলেন, তাহাতে কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইতেছি না। তথাপি আপনাকে একটা কথা বলি। ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিলে যে সকল রোগ আরোগ্য করিতে পারা যায়, ইহা সে প্রকার রোগ নয়। অনেক স্থলে "হোমিওপ্যাথিক ডোজে" ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, স্বভাবের গতির উপর নির্ভর করিলে, রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলা যাইতে পারে। মহেন্দ্র বাবুর এই পীড়াতেই আমি আপনাকে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করাইতে পারিব, এরূপ আশা করি।"

ডাক্তারটি তথাপি আমার কথা বুঝিলেন না ; বরং অতিরিক্ত মাত্রায় তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন সুতরাং নিরুপায় হইয়া আমি নিজে ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। তখন তিনি, ভিজিট মারা যাইবার ভয়ে একটু নরম হইয়া আসিলেন। আমি মহেন্দ্র বাবুকে যে ঔষধ দিলাম, একদিনেই তিনি তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইলেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁহার যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হইল। এমন কি, দ্বিতীয় দিবস বৈকালে, মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—আমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছি। আপনার ঔষধ ও চিকিৎসার গুণে আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।"

দশম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় আমি এবং বিনোদ বাবু বাসায় বসিয়া একত্রে গল্প করিতেছি, এমন সময় রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা তথায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি বলিলেন—"আমার বোধ হয় আজ কিম্বা কালকের মধ্যে আমি বিনোদ বাবুর ছেলেটির সন্ধান করিতে পারিব।"

বিনোদ বাবু রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দার কথা শুনিয়া আনন্দোৎফুল্ল স্বরে কহিলেন—"কোন সূত্র পাইয়াছেন না কি?

রাজেন্দ্র। অতি সামান্য—কিন্তু তাহাতেই বোধ হয় কাজ হইবে। আজ মান-মন্দিরে একজন খোট্টা যুবকের সহিত একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিলাম। স্ত্রীলোকটি যদিও খোট্টানির ন্যায় কাপড় পরিয়াছে, তথাপি তাহার মুখে পরিষ্কার বাঙ্গালা কথা শুনিয়াই আমি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম। মান-মন্দির হইতে আমি তাহাদের পিছু লইয়াছিলাম। তাহারা যে বাটীতে থাকে, তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। এখন আমায় অন্য প্রকার ছদ্মবেশে সেই বাটীতে উপস্থিত হইতে হইবে। আপনি এবং বিনোদ বাবু উভয়েই আমার সঙ্গে ছদ্মবেশে যাইবেন।"

আমি এবং বিনোদ বাবু উভয়েই রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দার কথায় সম্মত হইলাম। তখন তিনজনেই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বহির্গত হইলাম। রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার পোর্টম্যাণ্ট হইতে ছদ্মবেশ সকল বাহির করিয়া নিজহস্তে যখন আমাদিগকে সাজাইতেছিলেন, তখন আরসীতে মুখ দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা আপনা-আপনি বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আমি পথে রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আমাদিগের আর এত সাজগোজ করিবার কি আবশ্যক ছিল—এখানে আর আমাদিগকে কে চিনে ?"

রাজেন্দ্র। না চিনিলেও, এরূপ একটী ঘটনায়, প্রতি ঘণ্টায় আমাদিগের পোষাক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে। এ সকল কার্য্যে যদি আপনাদের অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে আমার কথার যাথার্থ্যতা অনুভব করিতে পারিতেন।

আমি। কাশীর মত ভয়ানক স্থানে আমরা অসহায় অবস্থায় একজনের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জোর জুলুম করিতে গেলে, হয়তো আমরা বাঁচিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতে পারিব না। অন্ততঃ আমরা বিষম বিপদেওতো পড়িতে পারি। বিপদ হইতে রক্ষার কোন উপায় করিয়াছেন ?

রাজেন্দ্র। করিয়াছি। আজ রজনীযোগে সে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ছদ্মবেশী পাহারাওয়ালা দারোগা, কনষ্টেবল, ইনস্পেক্টার প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিবে। একটু সঙ্কেত করিবামাত্রই তাহারা বাড়ী খানি ঘেরাও করিয়া ফেলিবে এবং আবশ্যক হইলে আমাদিগের সহায়তার জন্য বাড়ীর ভিতরেও প্রবেশ করিবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদিগের সঙ্গে দুইজন মুটিয়াও ছিল—তাহারা আমাদিগের মাল-পত্র বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। এ সকলই রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দার বন্দোবস্ত। কারণ মুটিয়াগুলি ছদ্মবেশী পুলিশের লোক। তাহাদের মাথায় মাথায় যে পোর্টম্যাণ্ট গুলি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, গোয়েন্দার আবশ্যকীয় সামান্য সামান্য দুই চারিটি দ্রব্য ব্যতীত আর তাহাতে কিছুই ছিলনা। অন্যান্য সকল জিনিসই আমরা বাসায় রাখিয়া গিয়াছিলাম।

প্রায় একঘণ্টা কাল এইরূপ ভাবে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। সরু সরু সরু গলির ভিতর দিয়া সেই পুলিশের ছদ্মবেশী বাহকেরা ইঙ্গীতের দ্বারা আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছিল যে, আমাদিগের মধ্যে কেহই বোধ হয়, সেই সেই রাস্তা দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

একখানি বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা বলিলেন—"এই বাড়ী—খুব সাবধান!"

আমরা তাঁহার "খুব সাবধান। কথাটি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তথাপি খুব সাবধান হইয়াই দণ্ডায়মান রহিলাম। রাজেন্দ্রনাথ গো... অগ্রে গিয়া বাড়ীর দরজায় আঘাত করিলেন। একজন দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দাসীর বেশ খোট্টানির ন্যায় কিন্তু বাঙ্গালীকে দেখিয়া বোধ হয় সে বাঙ্গালা ভাষাতে কথা কহিল —"আপনারা কাকে খুঁজছেন?"

রাজেন্দ্রনাথ যেন কতকটা বিস্মিত ভাবে কহিলেন—"সে কি ঝি! তুমি আমায় চিনতে পারছনা। বছর দুই পূর্ব্বে আমি যে একবার তোমাদের এই বাড়ীতে এসে দুই তিন দিন ছিলাম। তোমার বাড়ী কোথায়?"

এইরূপ কথা চলিতেছে, ইত্যবসরে পুলিশের শিক্ষিত লোকগুলি (মুটিয়ারা) পোর্টম্যান্ট কয়টি নামাইয়া বৈটকখানা ঘরে রাখিয়া দিল। দাসী যেন ভ্যাবাচাকা মত হইয়া গিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"আপনি কি বলিতেছেন, আমি তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা তো এ বাড়ীতে অতদিন আসি নাই।"

রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে জানে, তবে বুঝি আমারই ভুল হইয়াছে। তা' যাই হোক, আজ তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত আমরা রেলে আসিতেছি—আর আমাদের চলিবার ক্ষমতা নাই। তোমাদের এই ঘরে বসিয়া একটু বিশ্রাম করাতে বোধ হয় তোমার বাবুর কোন আপত্তি হইবে না। বছর দুই পূর্ব্বে এই বাড়ীতে আমার একজন পরি-

চিত লোক থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে আমি এবং আমার বন্ধু আসিয়াছিলাম। দিন দুই তিন ছিলাম—তা' তিনি লোক-দিগকে জামাই-আদরে রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে আমি কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করিয়া বা তাঁহাকে কোন খবর না দিয়াই, একেবারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তা' তিনি যে এ বাড়ী থেকে একেবারে উঠিয়া গিয়াছেন, তা' কেমন করিয়া জানিব। কোথায় গিয়াছেন, তা' বলিতে পার ?"

দাসী। তা' আমি কেমন করিয়া বলিব। আমি তো তাঁহাদের কাহাকেও দেখি নাই। আমরা যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন এ বাড়ী খানি খালি পড়িয়াছিল।

রাজেন্দ্র। তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ ?

দাসী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব করিল—সে যেন কি ভাবিতে লাগিল ; সন্দেহ-যুক্ত নেত্রে রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দার দিকে চাহিল; পরে বলিল—"অত কথায় আপনাদের কাজ কি ?"

রাজেন্দ্র। আচ্ছা সে কথা নাই বল, তাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই ; কিন্তু তুমি খোট্টানি কি বাঙ্গালী, বল দেখি ?

দাসী। আপনার কি মনে হয় ?

রাজেন্দ্র। বাঙ্গালী বলিয়াইতো মনে হয়।

দাসী। তবে তাই। তা' সে যাই হোক্, আপনারা অন্য কোন বাসা দেখুন আপনাদের পরিচিত লোকজন খুঁজিয়া লউন। আমার মনিবের এমন কোন হুকুম নাই যে পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তিকেই এখানে স্থান দেওয়া হইবে।

আমি। তোমার মনিব কোথায় ?

দাসী। তাঁরা বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছেন।

এইস্থলে বিনোদ বাবু রাজেন্দ্রনাথের কাণে কাণে বলিলেন—"ইহারই নাম মঙ্গলা—এই দাসীই এলোকেশীর বাড়ীতে ছিল।"

রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দাও সেইরূপ কাণে কাণে উত্তর দিলেন—"তা আমি জানি। আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আমি ইঙ্গিত করিলেই ছদ্মবেশ ও ছদ্মশ্মশ্রু পরিত্যাগ করিবেন।

পুলিশের লোকজনকেও আমি এই মাত্র ইঙ্গীত করিয়াছি—তাহারাও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইত্যবসরে আমি ছুঁচারিটা বাজে কথায় কালহরণ করিতেছি মাত্র। নতুবা আমার কার্য্য একপ্রকার শেষ হইয়াছে বলিলেই হইল। এ বাড়ীতে যদি আপনার ছেলে থাকে, তবে তাহাকে এখনি বাহির করিতে পারা যাইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তাঁহারা কখন আসিবেন?”

দাসী। এই—এলেন বলে।

রাজেন্দ্র। তোমার মনিবের স্ত্রীও কি বাঙ্গালী?

দাসী থত মত খাইয়া উত্তর দিল—“আমি অত শত জানি না—আপনারা এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।”

পরিশিষ্ট।

ঠিক এই সময় রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা ইঙ্গীত করিবামাত্রই আমরা একেকালে সকলেই ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলাম। পুলিশের লোকজন দেখিয়া দাসী ভয়ে পলায়নের উপক্রম করিল। তৎক্ষণাৎ একজন পাহারাওয়ালা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। দাসী তাহাতেই কাঁদ কাঁদ হইয়া গেল।

বিনোদ বাবু দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিল—“মঙ্গলা! এখন চিন্‌তে পেরেছিস্ আমি কে? আর আমার সঙ্গে এসব লোক জন কারা?”

রাজেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা বজ্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন—“বিনোদ বাবুর ছেলেটি কোথায় আছে বল্—নইলে তোকে ফাঁসী দেব।”

দাসী অতি কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল—“তা’ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তা’হলে আমায় ছেড়ে দেবেনতো? আমি কিছু জানিনা। টাকার লোভে এলোকেশী যা বলিয়াছিল, তাই করিয়াছিলাম—আমি কোন দোষের দোষী নই। আমায় ছেড়ে দাও বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি।”

এই কথা বলিয়া সে রাজেন্দ্র বাবুর পায়ে জড়াইয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র বাবু তিরস্কারচ্ছলে কহিলেন—"ও সব কথা এখন রেখে দে—ন্যাকামি ছাড়—ছেলে কোথায় দেখিয়ে দে।"

দাসী তখন—"আসুন, এই দিকে আসুন—আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি—" এই কথা বলিয়া অগ্রগামিনী হইয়া আমাদিগকে অন্তঃপুরের দিকে লইয়া গেল।

একটি এঁদোপড়া অন্ধকারময় কক্ষে, অজ্ঞান অচেতন প্রায় হইয়া মেজের উপর একটি বালক পড়িয়াছিল। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। দাসীকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সে বলিল—"উঃ প্রাণ যায়, আমায় একটু খানি জল দাও।"

"বাবা! বাবা! তোর এমন দশা করেছে"—বলিতে বলিতে বিনোদ বাবু একেবারে ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ছেলেটিও, "বাবা এয়েছ? আমি মরি, এরা আমায় মেরে ফেল্‌ছে, একটু জল দাও" বলিয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর মাথা রাখিয়া অজ্ঞান অচৈতন্য গোছের হইয়া পড়িল। আমি তাহার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এদিকে অল্পক্ষণের মধ্যে সেই খোট্টা যুবক ও খোট্টানির বেশে এলোকেশী বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে একখানি এক্কা করিয়া আসিয়া, যেমন বাড়ীতে নামিল, অমনি তাহাদিগকে পুলিশের লোকে ঘেরিয়া ফেলিয়া আমাদিগকে খবর দিল। আমরা সকলেই বাহির হইয়া আসিলাম। পুলিশ-পাহারা ও বিনোদ বাবুকে দেখিয়া এলোকেশী কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল।

* * * * * * *

এই মকদ্দমায় এলোকেশীর দ্বীপান্তর, খোট্টা-যুবকের চারি বৎসর ও দাসীর পাঁচ বৎসর মিয়াদ হইয়াছিল।

ছেলেটিকে পাইয়া বিনোদ বাবুর মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব ঘুচিয়াছিল।

সমাপ্ত।

"গোয়েন্দা-কাহিনী" নং ৩১, "এ রমণী কে ?"

৪র্থ খণ্ডে আমরা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সকল

সাধারণ পাঠাগারে

বিনামূল্যে "গোয়েন্দা-কাহিনী"

বিতরণ করিব।

১৩০৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে, এতজ্জন্য ৫০০, কাপি করিয়া অতিরিক্ত ছাপার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে বহুবার পত্র লিখিয়াও "গোয়েন্দা-কাহিনী" প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

অনেকেই পত্র লিখিয়াছেন ও এখনও লিখিতেছেন। আমরা সেই সকল পাঠাগারের "লাইব্রেরীর" নাম ও ঠিকানা খাতায় লিখিয়া লইতেছি। **বিনামূল্যে বিতরণের নিয়মাবলী** জানিবার জন্য সকলেই ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়াছেন। নিয়মাবলী ছাপা হইলেই তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইবে।

এখনও যাঁহারা বিনামূল্যে "গোয়েন্দা-কাহিনী" প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতেছেন না, **৫০০ পাঁচ শত লাইব্রেরীর নাম খাতায় উঠিয়া গেলে, তাঁহাদিগকে পুস্তক প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইতে হইবে।** ৫০০ পাঁচ শত

খানি আবেদনপত্র আমাদের হস্তগত হইলেই, আমরা আর কোন পাঠাগারে বিনামূল্যে "গোয়েন্দা-কাহিনী" দিতে পারিব না।

বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা, যেখানে বাঙ্গালীর বসতি আছে, যেখানে বাঙ্গালি পাঠকের জন্য সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে, সেই খানে ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে (প্রতি মাসে প্রকাশিত এক এক খানি) "গোয়েন্দা-কাহিনী" বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হইবে।

যে সকল লাইব্রেরীর সম্পাদকগণ বিনামূল্যে "গোয়েন্দা কাহিনী" পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর "গোয়েন্দা-কাহিনী" সঙ্কলয়িতাকে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিতরণের নিয়মাবলী অবগত হউন। পত্রের উত্তরের জন্য এক খানি দুই পয়সার ডাক-টিকিট পাঠাইতে হইবে।

এই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় কোথায় কত সাধারণ পাঠাগার আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। অথচ ইহার জন্য অর্থব্যয় করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়াও যাইতে পারে না। কাজে কাজেই, বিনীত ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, যিনি এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিবেন বা কাহারও মুখে "সাধারণ পাঠাগারে বিনামূল্যে 'গোয়েন্দা-কাহিনী' উপহার দানের" কথা শুনিবেন, তিনি যেন তাঁহার মফঃস্বলস্থ বন্ধুগণকে ইহা পত্র দ্বারা বিদিত করেন যাহাতে সেখানকার সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদকগণ অতি সত্বর "গোয়েন্দা-কাহিনী" বিনামূল্যে প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন, তাহার চেষ্টা করেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৭৭-১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান—কলিকাতা।